



রাবি : সংঘর্ষের পর রাবি ছাত্রদের আচন জালিয়ে রাজশাহী-ঢাকা মহাসড়কে অবরোধ। অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণার পর ছাত্রছাত্রীদের হল ত্যাগ (ইনসেট)

রাবি ছাত্র-এলাকাবাসী দফায় দফায় সংঘর্ষ

গত অর্ধশতাব্দিক : মহাসড়ক অবরোধ : ব্যাপক ভাঙুর : অনির্দিষ্টকালের
জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা : ছাত্র-ছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ

সুদূর আরেফিন হিমেল, রাবি থেকে : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের সাথে পরিবহন শ্রমিকের বাগ-বিতণ্ডার ঘটনায় গত নবমি রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী বিনোদপুরে ছাত্র ও কাবাসীর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা পরিবহন স্টার, দোকান ভাঙচুর করেছে এবং ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়ক র জালিয়ে অবরোধ করে রাখে। এতে মহাসড়কের উভয় পাশে ক যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে প্রক্টর, ছাত্র উপদেষ্টা, শিক্ষক-ছাত্র ব্যবসায়ীসহ প্রায় অর্ধশতাব্দিক ছাত্র আহত হয়েছে। গুরুতর হয় আহত সাগরকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে

(রামেক) ভর্তি করা হয়েছে। আহতরা হল ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের আমিনুল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের জাসিম, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের সাজেদুল, ব্যবস্থাপনা বিভাগের মনোয়ার, আলিফ, রাশেদ, বেলাল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রত্যয় কুমার, ফাইন্যান্স বিভাগের সাগর, লিটন, আইন বিভাগের সাইদ, লোকপ্রশাসন বিভাগের মিজান এছাড়াও অন্যান্য বিভাগের বাপন; রাজু, ইমদাদ, মতিউর। দফায় দফায় এলাকাবাসীর সাথে ছাত্রদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া এবং ইট-পাটকেল নিক্ষেপের ঘটনায় এলাকাবাসী ও ছাত্রদের মাঝে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

মোকাবেলার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও এর আশপাশে প্রাচীন দাসা পুলিশসহ র‍্যাপিড অ্যান্ড ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) ও বিডিআর সদস্য মোতায়েন হয়েছে। রাতেই রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুষ্টি উপ-কমিশনার সাক্ষাদুর রহমান ও মাই রহমানসহ পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাপরিদর্শন করেছেন।

এদিকে সকালে ঘুম থেকে উঠেই হল ত্যাগের। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা হাজার শিকারীকে পাড়ে। দূর-দুরান্তের শিক্ষার্থীরা দিশেহারা। বিশ্ববিদ্যালয় আশপাশের মহাসড়ক দিয়ে চল না করায় রিকশা-ভ্যান প্রায় ১০ কিলোমিটার

রাবি ছাত্র-এলাকাবাসী দফায় দফায় সংঘর্ষ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ছাত্রদের উদ্ভুল সংঘর্ষ ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনার পর জরুরী সিভিকিট সভা আহবান করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। একই সাথে অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনার দায় এড়াতে দুপুর ১২টার মধ্যে শিক্ষার্থীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়ায় বিপাকে পড়েছে হাজার হাজার শিক্ষার্থী। এ ঘটনার সূত্র তদন্তের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সাত সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে।

গতকাল সকালে এক চাকুরী সিভিকিট সভা আহবান করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ সিদ্ধান্ত নেয়। সিভিকিট সভার সদস্য সচিব ও বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ শাকি হান্নান, উদ্ভূত পরিস্থিতি ও জনমতের নিরাপত্তার বিধানকল্পে শিক্ষার্থীদের বেলা ১২টার মধ্যে হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং র‍্যাস-পলীস অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

রাবি ভিসি অধ্যাপক ড. এম. মামুনুল কেরামতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জরুরী সিভিকিট সভার উপস্থিত ছিলেন খ্রিষ্টপাল সিদ্ধিক হোসেন, রাবির অধ্যাপক আবুল হাসেম, কোষাধ্যক্ষ মোজাম্মেল হক, রাজশাহী মেডিকেল কলেজের খ্রিষ্টপাল ডা. ফজলুর রহমান এবং সিভিকিট সভার সদস্য সচিব ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শাকি।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, গত মঙ্গলবার রাবির ব্যবস্থাপনা বিভাগের ২য় বর্ষের ছাত্র হুমায়ন কবির তার অসুস্থ আত্মীয়কে দেখার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় পার্শ্ববর্তী বিনোদপুর এলাকা থেকে হানিফ একতারপ্রাইজের ঢাকাগামী গাড়ীতে উঠলে এই গাড়ীর সুপারভাইজার নাটোর নিয়ে ভাড়া আদায় করে তাকে সেখানে নামিয়ে দেয়। এ ঘটনায় ওই ছাত্র ক্ষুব্ধ হয়ে তার বন্ধুদের নিয়ে বিনোদপুর বাজারে এসে হানিফের কাউন্টার হাতে আসবাবপত্র বের করে রোডের মাঝখানে এনে আতন লাগিয়ে দিয়ে বিক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে বিনোদপুর এলাকাবাসী রাত সোয়া ৮টার দিকে ছাত্রদের ধাওয়া করে এবং ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। এ ববার ক্যাম্পাসের প্রতিটি হলে ছড়িয়ে পড়লে হল থেকে ছাত্ররা এসে বিনোদপুরবাসীকে ধাওয়া করে। এভাবে রাত দেড়টা পর্যন্ত উভয় প্রাণের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় শিক্ষক, ছাত্র, পুলিশ, সাংবাদিক, এলাকাবাসীসহ অন্তত অর্ধশতাব্দিক আহত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসন চেষ্টা করেও পরিস্থিতি শান্ত করতে ব্যর্থ হয়। পড়ে রাত সাড়ে ১২টার দিকে পুলিশ কয়েক রাউন্ড রাবার বুলেট ও কাদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে বিক্ষোভকারী শিক্ষার্থীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। পরিস্থিতি

দূরের নওদাপাড়ার বাসটার্মিনাল পৌছতে অর্ধ টাকা ওগতে হয় ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীদের। এ বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষণা কারণে সেশনজটের তীব্রতাও বৃদ্ধি পাবে শিক্ষার্থীরা আশঙ্কা করছে। এ ব্যাপারে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ২য় বর্ষে শামছুল ইসলাম কামরুল বলে, তুচ্ছ ঘটনাকে করে ক্যাম্পাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার বড় সেশনজটের আশংকা করছি।

এদিকে এই ঘটনা তদন্তের জন্য ফলিত পদার্থ বিভাগের প্রফেসর ড. দোশোয়ার হোসেনকে আহ্বার করে সাত সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন হয়েছে। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন সাংবিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর এম মাদেবুল ই-সিভিকিট সভা প্রফেসর সিদ্ধিক হোসেন, বিভাগের প্রফেসর এনতালুল হক, হিসাব বিভাগের প্রফেসর নজরুল ইসলাম, ফলিত বিভাগের প্রফেসর শামসুল আলম সরকার, মনো বিভাগের প্রফেসর আব্দুল লতিফ। কমিটির হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক পরিষদের সদস্য শাহাবুদ্দিন সর কমিটিকে অতি শীঘ্রই তাদের তদন্ত প্রতিবেদন করার জন্য বলা হয়েছে। এদিকে র‍্যাব বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ ছাত্রদের সাথে এলাকাবাসী সংঘর্ষের প্রতিবাদে বিনোদপুর বাজার ব্যবসায়ী : হামলাকারী ছাত্রদের অবিলম্বে বহিষ্কার ও ৫ পদত্যাগসহ চার দফা দাবীতে গতকাল এক প্রা সভার আয়োজন করে। চার দফা দাবীর অন্য দাবী হল, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের ৫০ লাখ টাকার অতি এবং গত ৭ আগস্টের ঘটনায় দায়ের করা প্রত্যাহার। বেলা এগারটা থেকে শুরু হওয়া এ প্রা সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাবি সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত মেয়র এ এ খায়রুজ্জামান লিটন। বিশেষ বক্তা হিসেবে উ ছিলেন রাবির সাবেক ভিসি প্রফেসর আবদুল খা মেয়র লিটন তার বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশা অভিযোগ দাবী করে ব্যবসায়ীদের দাবীর সাথে এই ঘোষণা করেন এবং তিনি ছাত্রদের কাছ ব্যবসায়ীদের ক্ষতিপূরণের জন্য ৫০ লাখ টাকা করে দেয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। এ সময় তিনি ক্যাম্পাস খুলে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উ কর্মকর্তাদের কাছে আহবান জানান। এ ব্যাপারে রাবি ভিসি প্রফেসর ড. এম. মাম কেরামত বলেন, বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীদের শান্ত করার এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।